মানুষের সাথে শয়তানে শত্রুতা

25-April-2024

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন এমন বৈঠকে বসবে, যাতে সে না তো আল্লাহ পাকের যিকির করে আর না আপন নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই বৈঠক তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। অতএব আল্লাহ পাক চাইলে তাকে আযাব দিবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। **(তিরমিযী, ৫/২৪৭, হাদীস-৩৩৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তি তার শত্রুকে ঘৃণা করে এবং তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে থাকে, শত্রু যতবেশি শক্তিশালী, তার থেকে নিরাপত্তার বিষয়ে ততবেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, ততবেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। মনে রাখবেন! মানুষের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুহলো শয়তান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে শুরু করে সাধারন মানুষ পর্যন্ত শয়তান সবার সাথেই শত্রুতা পোষন করে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন তালবাহানা করে থাকে, আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে শয়তানের পরিচয় দিয়েছেন। আজকের বয়ানে "মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা" সম্পর্কে আয়াত, হাদীসে মুবারাক, বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঘটনাবলী এবং শয়তানের আক্রমনকে প্রতিহত করার পদ্ধতিও শ্রবন করবো। আহ! যদি সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্বপ্রথম শয়তানের মানুষের সাথে শত্রুতার একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তা লাভ

একবার ওলীদের সর্দার হুযুর গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফররত ছিলেন, সফরকালে কিছুদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন এক স্থানে অবস্থান করেন, যেখানে পানি ছিলো না, যখন গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রচন্ড পিপাসা অনুভব হলো, তখন বৃষ্টি হতে লাগলো, যাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পিপাসা নিবারন করলেন, অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আকাশে একটি নূর দেখলেন, যার মাধ্যমে একটি প্রান্ত আলোকিত হয়ে গেলো এবং একটি আকৃতি প্রকাশ পেলো, যা থেকে এই আওয়াজ আসলো: "হে আব্দুল

www.dawateislami.net

কাদির! আমিই তোমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিলাম!” একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ; اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করে বললেন: “হে অভিশপ্ত শয়তান! দূর হয়ে যা।” তখন আলোকিত অংশটি অন্ধকারে রূপান্তরিত হলো এবং সেই আকৃতি ধোঁয়া হয়ে গেলো। অতঃপর শয়তান এভাবে আক্রমন করলো: “হে আব্দুল কাদির! তুমি আমার থেকে নিজের জ্ঞান, আপন দয়ালূ রবের হুকুম এবং নিজের মর্যাদাময় জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেলে আর আমি এভাবে (৭০) সত্তরজন বুযুর্গকে পথভ্রষ্ট করেছি।” মানুষের শত্রুর এই আক্রমনকেও আমাদের গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বলে বিফল করে দিলেন: “এটা শুধুই আমার দয়ালূ রবের দয়া ও অনুগ্রহ।” যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কিভাবে বুঝলেন যে, সে শয়তান ছিলো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তার এই কথায় যে, “নিশ্চয় আমি তোমার জন্য হারাম জিনিসকে হালাল করে দিয়েছি।” **(গাউসে পাক কে হালাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গউসে আযম! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানতে পারলাম! অভিশপ্ত শয়তান সাধারন মানুষের প্রতি তো শত্রুতা পোষণ করেই কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে তার শত্রুতা আরো বেশি হয়ে থাকে এবং তাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ভাবে আক্রমন করে থাকে, কয়েকবার বিফল হওয়ার পরও নিরাশ হয়না, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় পীরানে পীর, রওশন যমীর, হুযুর গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো মহান ব্যক্তিত্বকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এই আক্রমন করলো যে, আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিয়েছি, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার এই আক্রমনকে বিফল করে দিলেন।

এটাও জানা গেলো! যে যতই মর্যাদাবান বুযুর্গ হোক না কেন, সে পীর ও ফকীর বা আলিম ও ওলী হোক না কেন, তাঁর উপর আল্লাহ পাকের অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত ক্ষমা হতে পারে না। একটু ভাবুন! সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা কার? নিঃসন্দেহে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন নামাযী ছিলেন যে, তাঁর ন্যায় কোন নামাযী হতেই পারে না, তাঁর ন্যায় কেউ ইবাদত করার কল্পনাও করতে পারে না। তাঁর উপর তো তাহাজ্জুদও ফরয ছিলো, যদিও তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শরীয়তের মালিক ছিলেন, তবুও দয়ালূ রবের বিধান পূর্ণ করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, এই বিষয়টি আল্লাহ পাক ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান এই শত্রুতা প্রকাশের জন্য অনেক ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। ✸ শয়তান কখনো লৌকিকতা প্রদর্শন করিয়ে নেকীসমূহ নষ্ট করে দেয়। ✸ কখনো কুমন্ত্রণা ঢেলে নেকীতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ✸ কখনো মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা এবং দূরত্ব সৃষ্টি করে গীবত ও অপবাদের দরজা খুলে দেয়। ✸ কখনো মিথ্যা বলিয়ে আখিরাতকে ধ্বংস করানোর চেষ্টা করে। ✸ কখনো হিংসার কাঁটা অন্তরে বিদ্ধ করিয়ে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে। ✸ কখনো অহঙ্কারে লিপ্ত করে নিজের শত্রুতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। ✸ কখনো বাহ্বার

আকাঙ্ক্ষায় গ্রেফতার করিয়ে নেকী নষ্ট করে দেয়। ✸ কখনো মুসলমানের অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা সৃষ্টি করে নিজের কার্যসিদ্ধি করে। ✸ কখনো পিতামাতার অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্ত করে দেয়। ✸ কখনো অসুস্থতায় অধৈর্য এবং চিৎকার চেঁচামেচি করিয়ে ধৈর্যের বিনা হিসাব সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করিয়ে দেয়। ✸ কখনো নামায থেকে ✸ কখনো ফরয সমূহ থেকে ✸ কখনো ফরয ও আবশ্যিক ইলমে দ্বীন থেকে দূর করে দেয়। ✸ কখনো কোরআনের তিলাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ✸ কখনো নেক আমলে অলসতা প্রদান করে। মোটকথা! শয়তান নিজের শত্রুতা প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে মানুষকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করে থাকে। আমাদেরকে তার প্রতিটি আক্রমনের প্রতি সতর্ক থাকা উচিৎ।

শয়তানের একটি হাতিয়ার হলো “লৌকিকতা”

হে আশিকানে রাসূল! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শয়তান আমাদের নেকী করতে দেয় না, যদি আমরা ব্যাপক চেষ্টা করে নেক আমল করাতে সফল হয়েও যাই, তবে শয়তান আমাদের ইবাদত, সদকা ও খয়রাতকে কবুল হওয়া থেকে আটকানোর জন্য তার পুরো শক্তি ব্যয় করে, আমাদের ইবাদতে এমন কোন ভুল করানোর চেষ্টা করে, যা একে নষ্ট করে দেয় বা ইবাদতের পর আমাদের অন্তরে প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়, কেউ আমাদের নেকীর চর্চা করুক বা না করুক, আমরা স্বয়ং শরীয়তের বিনা প্রয়োজনে নেকী প্রকাশ করে “নিজেকে বড়” করা থেকে বিরত থাকি না এবং এভাবে শয়তানের পাতা লৌকিকতার ফাঁদে ফেঁসে যাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

লৌকিকতার সংজ্ঞা

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "নেকীর দাওয়াত" এর ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করাকে লৌকিকতা বলে। যেনো ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য যে, মানুষ তার ইবাদত সম্পর্কে জানুক, যাতে সে মানুষ থেকে সম্পদ আহরন করতে পারে বা তারা তার প্রশংসা করে অথবা তাকে নেককার লোক বলে মনে করে কিংবা তাকে সম্মান করে। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১/৮৬)**

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "নেকীর দাওয়াত" প্রথম অংশের ৭৩ পৃষ্ঠা থেকে লৌকিকতার কিছু উদাহরণ শ্রবন করি। মনে রাখবেন! লৌকিকতা এমন একটি আমল, যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিয়্যতের উপর, সুতরাং যে উদাহরনগলো উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা যদিও লৌকিকতারই কিন্তু কিছু স্থানে নিয়্যতের পার্থক্যের কারণে আহকাম পরিবর্তন হয়ে যায়। আসুন! নিজের সংশোধনের নিয়্যতে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করি:

লৌকিকতার ১০টি উদাহরন

(১) ক্বিরাত শাস্ত্র এজন্য শিক্ষাগ্রহণ করা, লোকজন যেন তাকে 'ক্বারী সাহেব' বলে। (২) নিজের জন্য বিনয়ের শব্দ যেমন, 'ফকির', 'গুনাহগার', 'অকেজা', ইত্যাদি এজন্য বলা বা লিখা, লোকজন যেন বিনয়ী স্বভাবের লোক বলে মনে করে, বিনয়ের প্রশংসা করে। (৩) এজন্য লোকজনের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা, তাকে যেন সবাই মিশুক ও সচ্চরিত্রবান বলে। (৪) সকলের সামনে দোয়া ইত্যাদিতে কান্না

এসে গেলে চোখের পানি এজন্য মুছতে থাকা যাতে লোকজনের এমন প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, লোকটি রিয়াকারী থেকে বাঁচার জন্য তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে নিচ্ছে। (৫) লোকজনের মনে স্থান পাবার জন্য এ ধরণের কথা বলা: গুনাহেক আমার বেশি ভয় হয়, মন্দ মৃত্যুর ভয় হয়, অন্ধকার কবরে কি অবস্থা হবে, হায়! হায়! কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র দরবারে হিসাব কীভাবে দিব। (৬) দুনিয়ার প্রতি নিজের অনাসক্তি ও আমলদারীর রূপ দেখানোর জন্য লোকদেরকে এ কথা বলা, 'আমি তো ধনী ও বড় লোকদের নিকট থেকে দূরেই থাকি'। (৭) কারো বিপদের কথা শুনে সমবেদনামূলক কথা বলা, যাতে লোকজন তাকে কোমল হৃদয়ের অধিকারী বলে। (৮) হাতে এজন্য তাসবীহ রাখা এবং মানুষকে দেখানো, লোকজনের সামনে বিড়বিড় করা বা আওয়াজ করে পড়া, অনুরূপভাবে দরূদ ও যিকির করা যে, লোকজন তাকে নেক্কার মনে করবে। (৯) লোকজনের সামনে পানাহার, উঠাবসা ইত্যাদির সময় যত্নের সাথে সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা, আর একাকী সুন্নাতের অনুসরন করে না। (১০) দাওয়াতে বা কারো উপস্থিতিতে কম খাওয়া যাতে লোকজন তাকে সুন্নাতের অনুসারী ও স্বল্পভোজী লোক বলে জানে। **(নেকীর দাওয়াত, ৭৩ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাক লৌকিকতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লৌকিকতা থেকে বাঁচার জন্য ইবাদতের মাঝেও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন, কেননা শয়তান অনবরত আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করার চেষ্টায় রত আছে, সুতরাং

যেমনিভাবে নেক আমলের পূর্বে অন্তরে একনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক, তেমনিভাবে প্রত্যেক নেকী ও ইবাদতের মাঝেও তা বহাল রাখা আবশ্যক।

যদিওবা এরূপ ধারনা করা ও চিন্তাভাবনা করা খুবই কঠিন তবে অসম্ভব নয়, শুরুতেই এই কাজ খুবই কঠিন অনুভূত হবে, কিন্তু যখন একাধারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এতে ধৈর্যধারন করা হয় তখন আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে এবং তাঁর প্রদত্ত তৌফিকে এই কাজ সহজ হয়ে যায়, আমাদের কাজ চেষ্টা করা, সফলতা প্রদানকারী সত্তা হলো দয়ালূ আল্লাহ পাক। **(নেকীর দাওয়াত, ৯৪ পৃষ্ঠা)**

পুরো শহর উজাড় হয়ে গেলো

এক ব্যক্তি শয়তানকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, সে তার আঙ্গুল উঁঠিয়ে যাচ্ছিলো। সে শয়তানকে জিজ্ঞেস করলো: তুমি তোমার আঙ্গুল উঁঠিয়ে কেন যাচ্ছো? শয়তান বললো: আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা বড় বড় কাজ সম্পাদন করে থাকি, লোকেরা যে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে এবং ফিতনা ফ্যাসাদ করে, তা এই আঙ্গুলের খেলা। সেই ব্যক্তি আশ্চার্য হয়ে বললো: এটা কিভাবে সম্ভব? শয়তান বললো: সামনে যেই শহর, তা আমার এই আঙ্গুল কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস করে দেবে এবং লোকেরা নিজেরাই ঝগড়া বিবাদ শুরু করবে। শয়তান সেই ব্যক্তির সাথে শহরে প্রবেশ করলো, একটি বাজারে মিষ্টান্ন বিক্রেতা চিনি গুলে এর শিরা বানানোর জন্য তা একটি বড় পাত্রে গরম করছিলো। শয়তান শিরায় আঙ্গুল চুবিয়ে কিছুটা শিরা বের করে নিলো এবং তা দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়ে বললো: এবার দেখো এই শহর কিভাবে ধ্বংস হয়, সুতরাং দেওয়ালে লাগা শিরাতে মাছি এসে বসলো, মাছির আধিক্য দেখে একটি

টিকিটিকি তা খাওয়ার জন্য সেই দেওয়ালে আসলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার একটি বিড়াল ছিলো, সেই বিড়ালটি টিকিটিকিকে দেখে তার উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, দু'জন সৈন্য সেই বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলো, যাদের সাথে তাদের একটি কুকুরও ছিলো, কুকুরটি বিড়ালকে দেখে সাথে সাথেই তার উপর আক্রমন করলো, বিড়ালটি পালানোর জন্য লাফ দিলে সোজা গিয়ে শিরার পাত্রের মধ্যে পরে মরে গেলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতা তার বিড়ালকে মরতে দেখে কুকুরটিকে মেরে ফেলল, এই দৃশ্য দেখে সৈন্যরা মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে হত্যা করে দিলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার আত্মীয়রা যখন জানতে পারলো তখন তারা সৈন্যদের মেরে ফেলল, যখন সৈন্য বাহিনী তাদের দু'জন সৈন্যের মৃত্যুর সংবাদ শুনলো পুরো সৈন্য বাহিনী রাগান্বিত হয়ে এসে পুরো শহরকে তছনছ করে দিলো।

(শয়তান কি হিকায়াত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনায় যে শিক্ষা আমাদের জন্য রয়েছে, তা হলো, আমরা নিজেরাও ঝগড়া থেকে বিরত থাকবো এবং অন্যকেও এই শয়তানি কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবো, কেননা অনেক সময় শুধু ভুল বুঝাবুঝির কারণে অনেক ঝগড়া হয়ে থাকে, অনেক পরিবার বরং বংশ উজাড় হয়ে যায়, তাই যদি কেউ আমাদের ঝগড়া করাতে চায় তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা তাদের অসৎ ইচ্ছা সফল হতে না দেওয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের মানুষের সাথে শত্রুতার ধরন এই বিষয়টি দ্বারাও অনুমান করা যেতে পারে যে, সে মানুষকে দুনিয়ায় তো বিভিন্ন ধরনে হাতিয়ার এবং কুমন্ত্রণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেই থাকে,

কিন্তু মৃত্যুর সময়ও মানুষকে পথভ্রষ্ট করা, এবং ঈমানের দৌলতকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকেও নিজের সাথে সর্বদার জন্য দোযখে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় লেগে থাকে। শয়তানের নিজের তো তাওবা করার তৌফিক নাই তাই সে চায় না যে, অন্য কেউ যেন তাওবা করে জান্নাতে চলে না যায়। সেই কারণেই সে দুনিয়ায় তাওবা থেকে বাঁধা প্রদান করে, মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় থাকে, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে যে, যেকোনোভাবে যেন সে মুসলমান নিজের ঈমান হারিয়ে দোযখের অধিকারী হয়ে যায়, শয়তান মানুষের অন্তরে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করতে থাকে, সেই কুমন্ত্রণা অনেক সময় এতই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে যে, মানুষের জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানো কঠিন হয়ে যায়, যেমন; কখনো তাকদীরের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা, কখনো ঈমানের বিষয়ে কুমন্ত্রণা, কখনো ইবাদতের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা, কখনো পবিত্রতার ব্যাপারে কুমন্ত্রণা এবং কখনো এই অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা প্রদান করতে থাকে। আসুন! এব্যাপারে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং শয়তান

যখন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো তখন শয়তানও তার শিওরে এসে উপস্থিত হলো। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি আজীবন মুনাযারায় অতিবাহিত করেছো, খোদার পরিচয়ও কি লাভ করেছো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: অবশ্যই আল্লাহ এক। সে বললো: এর দলীল কি? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি দলীল উপস্থাপন করলেন, সেই অভিশপ্ত যেহেতু ফিরিশতাদের ওস্তাদ ছিলো, তাই সে সেই দলীল খন্ডন করে দিলো। তিনি আরেকটি দলীল দিলেন, সে

তাও খন্ডন করলো। এমনকি তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ৩৬০টি দলীল উপস্থাপন করলেন আর সে সবই খন্ডন করে দিলো। এবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চিন্তিত এবং খুবই হতাশ হয়ে গেলেন, তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত নজমুদ্দীন কুবরা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দূরে কোথাও উচু স্থানে অযু করছিলেন, সেখান থেকেই তাঁকে আওয়াজ দিলেন: বলছো না কেন যে, আমি আল্লাহকে কোন দলীল ছাড়াই এক মেনে নিয়েছি। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, ৮৮ পৃষ্ঠা)**

মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচার পদ্ধতি

হে আশিকানে আউলিয়া! জানা গেলো! ঈমানের নিরাপত্তা এবং উত্তম পরিণতির একটি উপায় হলো কোন কামিল পীরের মুরীদ হয়ে যাওয়া। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه পীর ও মুর্শিদের বাতেনী দৃষ্টিতেও শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা নসীব হয়। এমনকি ঈমানের উপর শেষ মৃত্যুও নসীব হয়ে যায়, অন্যথায় শয়তান মৃত্যুর সময় কুমন্ত্রণার মাধ্যমে মুমিনের ঈমানকে নষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ “কাফেলা”

হে আশিকানে রাসূল! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে, ঈমানের নিরাপত্তা পেতে, নেকীর প্রতি অবিচলতা পেতে, সুন্নাতের অনুসারী হতে এবং গুনাহের প্রতি সত্যিকারভাবে ঘৃণা করতে এবং ঈমানের নিরাপত্তার প্রেরণা নিজের মাঝে সৃষ্টি করতে নেককার লোকের সাহচর্য অবলম্বন করুন, কেননা নেককার লোকের সাহচর্যে বসাতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আশিকানের রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ কোন নেয়ামতের চেয়ে কম

নয়, সুতরাং যদি আমরা নেককার হয়ে ঈমানের নিরাপত্তা রক্ষাকারী হতে চাই তবে আজই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাতের সাড়া জাগানোর জন্য **১২**টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **১২**টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হচ্ছে "মাদানী কাফেলা"। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলার বরকতে অসংখ্য লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়। ★ মাদানী কাফেলায় সফর করাতে নেককার লোকদের সাহচর্য অর্জিত হয়। ★ মসজিদে নফল ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। বেনামাযীরা নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে। ★ অসংখ্য দ্বীনি মাসআলা শিখার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ★ মসজিদে যিকির, দরস ও বয়ানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ★ মসজিদ পরিপূর্ণ থাকে। ★ মাদানী কাফেলায় সফরকারী আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র দোয়া লাভ করে।

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করতে, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে এবং সাওয়াব অর্জনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করুন, যাতে সাওয়াবও অর্জিত হয়। কাফেলায় সফর করাতে কখনো দুনিয়াবী উপকারীতাও অর্জিত হয়।

শয়তান কেন অভিশপ্ত হলো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অভিশপ্ত শয়তান সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি, সে কে ছিলো এবং তার এই আপদ কিভাবে এলো যে, আল্লাহ

পাক তাকে অনন্তকালের জন্য নিজের পবিত্র দরবার থেকে কেন অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন।

মনে রাখবেন! সে দুর্ভাগা ও অভিশপ্ত ঘোষিত হওয়ার পূর্বে শয়তান অনেক বেশি ইবাদত পরায়ণ, ফেরেশতাদের সর্দার ছিলো, তার ফেরেশতাদের মাঝে একটি বিশেষ মর্যাদা ছিলো, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফেরেশতাদের নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর ইবলিশকে শুধুমাত্র আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে । **(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রকায়িক, ১২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৪৯৫)** যখন আল্লাহ পাক তাকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করার আদেশ দিলেন তখন সে বলতে লাগলো: হে আল্লাহ! তুমি একে আমার উপর ফযিলত দিয়ে দিয়েছো, অথচ আমি তাঁর থেকে উত্তম, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা এবং তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছো, আমি আগুন হয়ে এই মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করবো? তখন দয়ালূ রব ইরশাদ করলেন: আমি যা ইচ্ছা তাই করি। সকল ফেরেশতরা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করলো কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান অহঙ্কারের কারণে সিজদা করলো না, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য আরেকটি সিজদা শোকরানা স্বরূপ করলো, কিন্তু শয়তান তাদের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো এবং তার এই কাজের জন্য কোন অনুশোচনা হলো না তখন তাকে অহঙ্কার করার কারণে আল্লাহ পাক অনন্তকালের জন্য আপন দরবার থেকে অভিশপ্ত ঘোষনা করে বের করে দিলেন, শুকরের ন্যায় ঝুলন্ত মুখ, মাথা উটের মাথার ন্যায়, বুক বড় উটের কুঁজের ন্যায়, চেহারা এমন যেমনটি বানরের চেহারা, চোখ খাড়া, নাক নাপিতের খুরের ন্যায় খোলা, ঠোঁট ষাঁড়ের ঠোঁটের ন্যায় ঝুলন্ত, দাঁত শুকরের ন্যায় বাইরে বের করা এবং দাড়িতে শুধুমাত্র সাতটি চুল, এই

আকৃতিতে তাকে জান্নাত থেকে নীচে ফেলে দেয়া হলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাপের অধিকারী হয় গেলো আর তখন থেকে এই ইবলিশ, অভিশপ্ত শয়তান নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭৯ পৃষ্ঠা)**

অহঙ্কারের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই আমরা শয়তান সম্পর্কে শুনলাম যে, কতবড় ইবাদত গুজার, জ্ঞানী ছিলো কিন্তু তাকে একটি গুনাহের কারণে আল্লাহর দরবার থেকে অভিশপ্ত ঘোষনা করে দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে এবং সেই গুনাহ ছিলো অহঙ্কার। ✦ অহঙ্কার শয়তানের হাতিয়ার গুলোর মধ্যে একটি হাতিয়ার, যার মাধ্যমে সে মানুষের সাথে নিজের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়, মনে রাখবেন! ✦ অহঙ্কার ধ্বংসকারী আমল, ✦ অহঙ্কারী আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় বান্দা, ✦ অহঙ্কারী দূর্ভাগাদের অন্তরে আল্লাহ পাক মোহর লাগিয়ে দেয়, ✦ অহঙ্কারী কোরআনী আয়াতে চিন্তা ভাবনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা ও নসীহত অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় ✦ এবং সেই দূর্ভাগাকে অপদস্ত করে দোযখে প্রবেশ করানো হবে। ✦ অহঙ্কারীরা নেক লোকদের বরং বুযুর্গদের সাহচর্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আসুন! অহঙ্কারের সংজ্ঞা শ্রবণ করে নিই:

অহঙ্কারের সংজ্ঞা

নিজেকে উত্তম, অপরকে নিকৃষ্ট মনে করার নামই হলো অহঙ্কার।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অহঙ্কার সত্যের বিরুধীতা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট জানার নাম। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস-৯১)**

ইমাম রাগিব ইসফাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অহঙ্কার হলো, মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করা। **(আল মুফরাদাত লির রাগিব, ৬৯৭ পৃষ্ঠা)**

যার অন্তরে অহঙ্কার থাকে তাকে "অহঙ্কারী" বলা হয়।

অহঙ্কার থেকে বাঁচার উপায়

অহঙ্কার থেকে মুক্তির জন্য বিনয়ের ফযীলতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং এভাবে "চিন্তা ভাবনা" অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করুন যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে, আমাকেও আপন প্রতিপালকের দরবারে নিজের আমলের হিসাব দিতে হবে, যদি অহঙ্কারের কারণে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করে দেয়া হয় তবে দোযখের ভয়াবহ আযাব কিভাবে সহ্য করবো? এমনভাবে নিজের আমলের হিসেব করাতে اِنْ شَآءَ الله অহঙ্কার থেকে বাঁচতে অনেক সাহায্য অর্জিত হবে।

অনুরূপভাবে অহঙ্কার এবং অন্যান্য মন্দ কাজ থেকে মুক্তির জন্য দোয়ার সহায়তাও নিন, কেননা দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার। সুতরাং দোয়া করুন: হে আল্লাহ! আমি নেককার হতে চাই, অহঙ্কার এবং অন্যান্য সকল মন্দ কাজ থেকে পিছু ছাড়াতে চাই, কিন্তু নফস ও শয়তান আমাকে চেপে ধরেছে, তুমি এর মোকাবেলায় আমাকে সফলতা দান করো, আমাকে নেককার বানিয়ে দাও, বিনয়ের অনুসারী বানিয়ে দাও।

ডক্টরের সাথে যোগাযোগ মজলিস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের প্রতারনা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার আরো একটি অনন্য মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের দ্বীনি

সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বীনের খেদমতের কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী প্রায় ৮০টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের আলোড়ন জাগাতে নিয়োজিত রয়েছে, তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো ডক্টরের সাথে যোগাযোগ মজলিস। বর্তমান যুগে চিকিৎসার ধরন বিভিন্ন প্রকার হওয়ার কারণে ডাক্তারদের পরিচিতির জন্য পৃথক পৃথক নাম রাখা করা হয়। সুতরাং যখন ডাক্তারের নাম নেওয়া হয় তখন সাধারণত এলোপাথিক ডাক্তার উদ্দেশ্য হয়। ইউনানী চিকিৎসকদেরকে হাকিম বলা হয়, পশুদের ডাক্তারকে ভেটেরিনারি ডাক্তার বলা হয় এবং ডাক্তারদের একটি প্রকারকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারও বলা হয়। মোট কথা; বর্তমান যুগে চিকিৎসকদেরকে দেখা যায় তাদের অধিকাংশ ফরয জ্ঞান অর্থাৎ মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞান থেকে অজ্ঞ। সুতরাং নবী প্রেমিকদের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে চিকিৎসকদের প্রতিটি শ্রেণীর জন্য একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সমস্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, এই পেশার সাথে জড়িত লোকদের হৃদয়ে ফরয জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের নিকট দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য" আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" اِنْ شَآءَ الله অনুযায়ী জীবন যাপনের মন মানসিকতা সৃষ্টি করা।

পোশাকের সুন্নাত ও শিষ্টাচার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরিক্বত আমীরে-আহলে-সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র লিখিত পুস্তিকা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে পোশাকের কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রাবণ করি। ফরমানে-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:

জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে যেন بِسْمِ الله পা করে নেয়।" **(আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৪)** প্রসিদ্ধ মুফাসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টির আড়াল হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাকের যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ- লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। **(মিরআত, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)** ✸ "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নতমানের কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ পাক তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন।"

(আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭৭৮)

ঘোষণা:

পোশাকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও শিষ্টাচার শিক্ষা শেখানোর হালকা বয়ান করা হবে। অতএব সেগুলো জানতে শেখা শেখানোর হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد